R.N. No.2532/87 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে ভাদ্র, ১৪১৯
১২ই সেপ্টেম্বর ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

আই.সি-র ইফতার অনুষ্ঠানে মোটা টাকা চাঁদা–তাই মাথা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়েও কোন কেস হলো না থানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির গঙ্গার ওপারে লালগোলা থানার রাজারামপুর হাই স্কুলের ক্লার্ক নিজের ইচ্ছে মতো কাজে যান, নিজের ইচ্ছে মতো অফিসের টেবিলের ওপর রিভলবার রেখে কাজ করেন। কোন কারণ না জানিয়ে দীর্ঘ মাস স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। আচমকা রিভলবার দেখিয়ে সহকর্মীদের প্রায় চমকান। এমনকি টেস্টে এ্যালাও করে দেবেন বলে ছাত্রীদের সঙ্গে গোপন লীলাও নাকি করেন। তিতিবিরক্ত ম্যানেজিং কমিটি বিশেষ সভা ডেকে ঐ ক্লার্কের বেতন সম্প্রতি বন্ধ করে দেন। এই বিতর্কিত ক্লার্কের নাম মোদাশ্বের হোসেন ওরফে বাপি মাষ্টার। বাড়ী রঘুনাথগঞ্জের গাড়ীঘাট এলাকায়। ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার সাইফুদ্দিন সেখ ক্ষোভের সঙ্গে জানান, "আমার ২৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনে এই ধরনের প্রতারক দেখিনি। তিনি জানান, আমার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী গৌরাঙ্গসুন্দর দাসকে প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা আদায় করেন বাপি। এরপর মাস গড়িয়ে বছর চলে গেলেও গৌরাঙ্গর আশা সফল হয় না। শেষে আমি বাপির ওপর চাপ সৃষ্টি করে লালগোলা কো. অপ. থেকে ওকে লোন নিতে বাধ্য করে গৌরাঙ্গর টাকা আদায় করি। একই কায়দায় লালগোলা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা কাকলি চৌধুরীর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন বাপি। সেখানেও আমার হস্তক্ষেপে মণিগ্রাম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ওকে লোন করিয়ে শিক্ষিকার টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করি। এই ধরনের বহু ঘটনার নায়ক বাপি মাষ্টার। সাইফুদ্দিন সাহেব দুঃখের সঙ্গে জানান, আমিও ওর হাত থেকে রেহাই পাইনি। রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাট রাস্তায় বাড়ী তৈরীর জন্য ৭,২০,০০০ টাকায় বাপির পরিচিত একজনের কাছে জায়গা নি। বাপির মাধ্যমে ৬,৫০,০০০ টাকা ভদ্রলোককে দিয়েছি। বাপির হাতে লেখা ঐ টাকা (শেষ পাতায়)

ডেঙ্গি নিয়ে উদাসীন স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডেঙ্গি দেখা দিয়েছে জঙ্গিপুরেও। অথচ মহকুমায় কোনও ব্লকে বা পৌরসভায় রাজ্য সরকারের কোনও নির্দেশ বা অর্থ কিছুই আলাদা করে এখনো আসেনি। জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডেঙ্গি সন্দেহ হলে ডাক্তারবাবুরা ২/৪ জনকে কোলকাতায় ঠেলছেন। সুপার ডাঃ শাশ্বত মন্ডল বর্তমানে সেটাও বন্ধ করে সঠিক রক্ত পরীক্ষার কথা বলছেন। অথচ সে ব্যবস্থাও এখানে নেই। মহকুমা স্বাস্থ্যদপ্তর কেবল জ্ঞান দিচ্ছে। মশারী, ঢিলে জামা, জল জমতে না দেওয়ার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অশোক সাহা জানান, তাঁরা জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্লিচিং ও মশার তেলের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অন্যদিকে জঙ্গিপুর এলাকার কিছু পুকুর আর ড্রেনের যা অবস্থা তাতে লক্ষ লক্ষ মশা জন্মাচ্ছে প্রতিদিন।

আই.সির বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকার মানহানি মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সিভিল জজ কোর্টে ২৯ আগষ্ট '১২ রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি লোকমান হোসেনের বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা দায়ের হল। করলেন রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকার রফিউল করিম ওরফে ভুট্রোর স্ত্রী সিরিনা বিবি। অভিযোগ, সিরিনার স্বামী ভুট্রোকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২৪ আগষ্ট রাত ৯.৩০ নাগাদ দুজনকে সঙ্গে করে স্থানীয় মোদাশ্বের হোসেন ওরফে বাপি সাংঘাতিকভাবে জখম করেন। ভুট্রোকে সংগাহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে যান ভুট্রোর দাদা রেজাউল করিম মিঞা সহ বাদিনী সিরিনা বিবি। আই. সি লোকমান হোসেন ওদের কোন পাত্তা দেন নি। অভিযোগ নিতেও অস্বীকার করেন। উপরন্তু ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেন। সরকারী কর্মীর এই ধরনের ঔদ্ধত্যে অপমানিত বাদীপক্ষ কোর্টের আশ্রয় নেন।

অসৎ প্রধান শিক্ষক স্কুলে তালাবন্দী

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের চাচন্ড বি.জে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ সাহার বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের বিড়ি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের স্কলারশিপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত ৭/৯/১২ ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকেরা প্রধান শিক্ষককে স্কুলে তালাবন্ধ করে রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন কমিটির কয়েকজনের যোগসাজসে (শেষ পাতায়)

বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৯

শিক্ষক দিবসের নূতন শপথ

গত ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও স্বনামখ্যাত ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন ভারতের শিক্ষক দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হইল। সেদিন সভা সমিতিতে রাধাকৃষ্ণাণের মহান আদর্শে শিক্ষাবতীদের অনুপ্রাণিত হইবার আহ্বান জানাইলেন বক্তারা। কিন্তু বর্তমানে আমাদের শিক্ষককুল শিক্ষার্থীরা সত্যই কি তাঁহার আদর্শ বা নিষ্ঠা গ্রহণে নিজেদের উপযুক্ত করিতে পারিতেছেন ? যদি না পারিয়া থাকেন তবে সে ত্রুটি কাহাদের এবং কি কারণে–তাহার সন্ধান করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দাদাঠাকুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যই সকল শিক্ষার মূল–বিদ্যার্জনের ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ব করা সুকঠিন। যদি বা মেধার সাহায্যে বিদ্যালাভ করা যায়, তথাপি তাহা কখনই কার্য্যকরী হয় না–অর্জিত বিদ্যা নিস্ফল হয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি দশের ও দেশের মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল ধীশক্তি সম্পন্ন হইলেও চলিবে না, সংযমী চরিত্রবান হইতে হইবে। অসংযমী ও ভোগপরবশ বিদ্বান অপেক্ষা সংযমী, সচ্চরিত্র, নির্লোভ অজ্ঞকেই লোকে অধিক শ্রদ্ধা করে ও তাঁহাকেই অনুবর্তন করিয়া থাকে। আত্মসংযমী না হইলে কঠোর জীবন সংগ্রামে মানুষ ক্ষণকালও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। চরিত্রবলসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অসংযমী অসচ্চরিত্র বার বার পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থীকে সে কারণেই আত্মসংযমী হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতি যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে এমত কথা কেহই জোর দিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চয়ই নানান দোষে দুষ্ট। তাহা হইলে শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান দোষ কি ? প্রায় কোন বিদ্যালয়েই প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয় না। বেতনভুক শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরী রক্ষার্থে যেটুকু প্রয়োজন দায়সারা গোছের সেইরূপ কর্মটুকু করেন। ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় তাঁহাদের কম। শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছে কিনা তাহা কেহ সন্ধান করেন না। তাঁহারা শিক্ষা বা বিদ্যা দান করেন না, অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলতঃ শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের ভক্তি করিতে বা ভালবাসিতে শেখে না। শিক্ষকদের চরিত্রে অনুকরণ যোগ্য কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পায় না। এই সকল ব্যবসায়ী দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকরা ছাত্রদের স্নেহ বা ভালবাসিতে শেখেন না, সেই কারণে শাসন করিবার যোগ্যতাও হারাইয়া বসেন। বর্তমানে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কে গুরুশিষ্য বা পিতা পুত্রের সম্পর্ক নাই, ক্রেতা বিক্রেতার ব্যবসাদারী সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আচার্য্য ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনে সে কারণেই আমাদের দেশে শিক্ষা দানের, শিক্ষা লাভের আদর্শ পরিবর্তন করিয়া নূতন ধারা বহাইবার শপথ লইতে হইবে নতুবা উন্নতি সুদূর পরাহত।

হঠাৎ আলিগড় নিয়ে গাড়ু–বদনায় ঠোকাঠুকি ?

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা কথা খুব পরিস্কার। সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু কান্না হাসির মতোই ছোঁয়াচে। উস্কানী দেবার মানুষের অভাব নাই। বিদেশী টাকা ও রাষ্ট্র সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভারতকে দুর্বল করতে। সমস্ত পার্টিতে কেউ জেনে, কেউ না জেনে দেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত। মাথা পরিষ্কার না থাকলে সামনে বিপদ। অন্তর থেকে মন বলে কি ভারত ভাড়া বাড়ি নয়, নিজের দেশ ! মুসলমান ভাইদেরকে বলি, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার যে ঢালাও ভাবে রাজ কোষাগার আপনাদের কাছে খুলে দিয়েছে তা কি যুক্তিসঙ্গত ? জিন্না-জহররাল-জ্যোতি বোসের পর সম্ভবতঃ ঐ সাচার এত বড় ক্ষতি করে গেল কংগ্রেসের উস্কানীতে। কত শত হিন্দুদের মধ্যে মেথর, মুচি, পারিয়া, সাঁওতাল, কোনাই, হাঁড়ি বাগদী, মাল, তিওর আজো না খেয়ে মরছে। এটা কি নিরপেক্ষতা যে মানুষকে আর্থ ক্ষমতায় না দেখে, সে কি জাত তা দেখে সরকারী কোষাগার থেকে দান খয়রাৎ করা ? বি.পি.এল. মুসলমান বাড়ি করতে পাবে ১ লক্ষ ১৬ হাজার কিন্তু বি.পি.এল. হিন্দু পারে ৪৫ হাজার। কেন ? কেন হিন্দুরা গরীব, সে যদি বামুনও হয় পড়াশোনার বই কেনার টাকা পাবে না ? পড়ার জন্যে অল্প সুদে লোন কেন হিন্দুর ছেলে মেয়েরা পাবে না ? কয়েক ডজন একচেটে সুবিধা জন্মের আগে থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত একদল পাবেন মুসলমান বলে ? গরীব হিন্দুরা কেন নয় ? নাকি দাসীপুত্র ? রাজকোষ কি মমতা বা মনমোহনের পৈত্রিক সম্পত্তি ? মোয়াজেম, মৌলভীরা সমাজ থেকে বেতন ভালই পান। আবার সরকার ভাতা দেবে ? হিন্দু পুরোহিত না খেয়ে যারা মরে আছে তারা তাকিয়ে দেখবে ? হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে পড়ছে, গয়না লুঠ হচ্ছে সরকার দেখবে না ? বুড়ো খোকাদের ঐ ভাগ আজ ভালো লাগছে, কাল বুমেরাং হলে ? ধরা যাক কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদী সরকার এসে সব যদি কেড়ে নিয়ে শুধু হিন্দুদের জন্যে পরিকল্পনা বানাতে লাগে ? মোঘলদেরও লজ্জা ছিলো। ভোট সর্বস্ব, কাপুরুষ নেতাদের তাও নাই। এতে সাম্প্রদায়িকতা বাড়বে না কমবে ? একে তো এটা বরাবর আঁঠা লাগিয়ে টেকানো আছে। এবার সেটা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে সংবিধান বহির্ভূতভাবে চক্রান্ত করে স্রেফ ভোট ব্যাঙ্ক বানাতে চেষ্টা চলছে তোষণের। একজনের জন্যে যত প্যাকেজ - অন্য ভাইটার জন্যে সর্বত্র ব্লকেজ। কেন ? জাতের নামে বজ্জাতি। হিন্দুরা প্রশ্ন করে মুর্শিদাবাদে ১৯৪৫ এ হিন্দু ছিল ৬৭% আজ ২৩% কেন ? কোন দেশে এমনকি পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এ আইন বলবৎ আছে যে পরিবার (পরের পাতায়)

কুঠিবাড়ির আনাচে-কানাচে

আশিস রায়

ফকিরের 'মেসোয়াক'

নিমের যেমন-তেমন দাঁতনকাঠি নয় - নামাজের আগে নমাজীর মুখ শুদ্ধ করার জন্য 'মেসোয়াক'। ভাগীরথীর ধারে এক ফকিরের মেসোয়াক পলি মাটিতে পুঁতে বাগদাদের মরু-মাটি ছাড়ানো হয়েছিল। সেই মেসোয়াক পাড়া-জোড়া একটা নিমগাছ হয়ে ওঠে। বালিঘাটার বড়ো মসজিদের পাশে। বহুকাল দাঁড়িয়েছিল।.কত বছর ধরে তার হিসেব মেলেনি। বাগদাদের এক প্রেম-পাগল ফকিরের মেসোয়াক আর তার গাছ বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকার কথা সেকালের মানুষ তাদের সাতপুরুষ ধরে শুনে এসেছে। একালের লোকে বলে – সেরেফ্ আরব্য-রজনীর গল্প ! গল্প হোক্। কিন্তু নবী হজরত মহম্মদের বংশে তাঁর সাতাশতম উত্তরপুরুষ সেই ফকির সৈয়দ কাশেম শাহ্ হুসেন আল্ হাসানি আল্ হুসেনী কাদ্‌রি কিংবা তার বংশধর সৈয়দ মর্তুজা ? তারা-ও কি গল্প ? ফকিরের একুশতম উত্তরপুরুষ সৈয়দ আলি আখতার কি আরব্য রজনীর মনগড়া গল্প থেকে উঠে এসেছে ? আখতারের মনে মেসোয়াকের স্মৃতি এখনো বেঁচে আছে-কবরের হাড়গৌড়ের মতো। ঐ স্মৃতির টানেই উঠে আসা দু'বার কবরে-যাওয়া সেই সুফী সাধক মর্তুজা। বালিঘাটায় তার জন্ম। ছাবঘাটিতে সাধনা। সেখানেই তার মরন। গঙ্গাভাঙনে মর্তুজার কবর ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল। ছাবঘাটির কবর থেকে তার ধুলিময় দেহাস্থি তুলে আবার সমাধিস্থ করা হল হারোয়া গ্রামে। ঐ সমাধি এখনো আছে। নিত্য সন্ধ্যায় ধূপ সেখানে সুগন্ধ ছড়ায়। আরব্য রজনীর গল্পের মতই বিচিত্র বাগদাদের ঐ ফকিরের ঘরছাড়া দশা। ভালবাসার টানেই। অজানা পথে-প্রান্তরে তার দিবস-রজনী কাটে। কখনো হেথায়। কখনো হোথায়। কখনো দিল্লির বাদশার অনুগ্রহে অন্ন চিন্তা থেকে মুক্ত। কখনো বিপদসঙ্কুল অচেনা জায়গায় অনশনে। কখনো দস্যুদের কবলে প্রাণ সংশয়। কখনো হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি। সুফী সাধনায় প্রেমের ঠাকুরানি 'আসিক্'-এর মিলন প্রত্যাশী ফকির। তার সারাক্ষণের সঙ্গী একটা লাঠি 'আসা' নমাজীর দাঁতনকাঠি 'মেসাক্', আর কোঁচড়ে বাগদাদের পুণ্য মৃত্তিকা। মরু গিরিপথ পাহাড় জঙ্গল নদী পেরিয়ে ফকির এল কতশত যোজন দূরের এক নরম পলিমাটির দেশে– এই সবুজ বাংলায়। সম্রাট আলেকজান্ডারের রথ জলকাদা ভরা এই নরম দেশে এসে একদিন থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। বাগদাদের ফকিরের রথ ছিল না। এল পায়ে হেঁটে। পৌঁছল পদ্মানদীর ওপারে। নদীপাড়ের মাটিতে পায়ের চিহ্ন রেখে ফকির এল এপারে গিরিয়ায়। শেষকালে সেখান থেকে এক বনময় দুর্গম পল্লীতে সেকালের বালিঘাটায়। অজানা দেশ। অচেনা মানুষ। (পরের পাতায়)

(আলিগড়

.....২য় পাতার পর)

পরিকল্পনা না করে সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বোঝা বাড়ানো ? প্রতিদিন হাজারটা দলিলে গোটা জেলায় হিন্দুরা জমিজমা বিক্রি করে যাচ্ছে কেন ? হিন্দুর এ হতদ্দশার জন্যে দায়ী কোন্ রাজনীতি ? মুসলমান মেয়েদের প্রতি বিমুখ হয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার এত তীব্র প্রতিযোগিতা কেন ? ছোট্ট এই শহরে সদরঘাট থেকে মারোয়াড়ী পট্টির ঘাটে গঙ্গা তীরে পৌরসভার উদ্যোগে কংক্রিট রাস্তা, বসার জায়গা, আলো, গান শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়োছিল বহিরাগত যুবকদের জন্যে ? নিজের এলাকা ছেড়ে এত মুসলীম কিশোর এখানে কেন ? পাড়ার মেয়েরা ঘুরতে আসা বন্ধ করে দিলেন কেন ? আই.সি., পুরপিতা কি জবাব দেবেন ? এসব প্রশ্ন কি সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট ? কাপুরুষতাই কি সম্প্রীতির লক্ষণ ? ১৮ বছর পার হলেই মেয়েরা "লুঠের মাল" হয়ে গেল ? হিন্দু ছেলেরা যদি পাল্টা মুসলীম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তুলতে লাগে (শুরু হয়েছে কিছু) সেটা কি কাম্য ? মুসলমান নেতৃত্বকে আরও ভাবতে হবে। আলিগড় নিয়ে যারা আমার বক্তব্য বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অর্ধ সত্য ছাপিয়ে নিজের মত সংযোজন করে দিলেন তাদের কাছে আমার আবেদন, আসুন এ সব নিয়ে উভয়ের মধ্যে সেমিনার হোক, স্বাস্থ্যপূর্ণ আলোচনা হোক। অবক্ষয় থেকে বের হবার পথ খুঁজি। আপনারা চোখ খোলা রেখে দেখুন হিন্দুর উষ্মার কারণ কোথায়। ভেবে দেখবেন। মায়নামারে, আসামে, মুসলমান নিধন হলে আপনাদের ব্যথা লাগে। লাগারই কথা। লম্বকর্ণ হিন্দুর লাগে না। আসামের আগুন কর্ণাটক মুম্বাইতে জ্বলছে। বাংলায় জ্বলবে না কে বলছে ? মুর্শিদাবাদে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। অস্ত্রশস্ত্র, টাকা, একতা, নেতা- কিছুই নাই। বেইমান হিন্দু নেতায় ভর্তি। এতটুকু আশ্রয় নাই। দাঙ্গা হলে নিমেষে শেষ হয়ে যাবে তারা। তারা এসব জানে বলেই রোজ কোথাও না কোথাও নীরবে মার খেয়ে হজম করছে। পুলিশ ও প্রশাসন তাদের পাত্তা দেয় না। এই সাম্প্রদায়িকতা চলতে থাকলে বা বিজেপি ঘোলা জলে মাছ ধরলে তাদের দোষ ? রাহুলবাবুরা সংবিধান বিরোধী সরকারী নোংরামী একটাও মামলা করলো ? ভাতা নিয়ে নাকি করেছে। অন্য বহু কিছু স্থায়ী সর্বনাশ হয়ে গেল। যে গরীব, রাষ্ট্র তার পাশে দাঁড়াক। দেশে একটা আইন হোক। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে সেই ১৯৪৬ থেকে আজো হিন্দু জনস্রোত চলে আসছে এ দেশে কেন ? আবদুস সালাম আজাদের লেখা বই পড়লে জানা যায় ওপাড়ে হিন্দুরা কেমন আছে। কার কাছে উত্তর চাইবো ? বুড়োরা বলেন, দেশ যখন ভাগ হয় তখন নাকি তিন-চার দিন পাড়ায়, গ্রামে অনেকে ঘুরে ঘুরে বাড়ি, নারী কে কোনটা নিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। সাইকেলে পাকিস্তানের পতাকা লাগিয়ে পাড়া ঘুরতো। বহু জায়গায় কালো পতাকা উঠেছিল। আজো বহু এলাকায় স্বাধীনতা দিবস পালনই হয় না। হিন্দু বিপ্লবী, শহিদ, রাষ্ট্রনেতাদের পরিচয় মাদ্রাসার সিলেবাসে নেই। নানা বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোন্ ঐতিহ্যের কথা বলা হয় ? অনেকের অভিযোগ পাউডার মাখা আর বড়বাবুদের ফোন করে খবর করা রিপোর্টার বাবুরা কি "সাংবাদিকতা" করেন ? যারা ন্যায় পক্ষে দাঁড়াতে পারে না, যারা সত্যি ঘটনা খবর করেনা তারা সাংবাদিক ? এখানে দেখছি খড়খড়ি ঘিরে ব্যবসা করার জন্যে এক ইঁটভাটা মালিকের শ্রাদ্ধ করা হয় হিন্দু পাড়াতেও। এদিকে বাকী বহমান নদীর যে ঘেরাঘেরি চলছে, শহরের উপকণ্ঠে একটা আস্ত সরকারী রাস্তার উপর দিয়ে থাম তুলে বাড়ি এপার ওপার হয়ে গেল, একটা হোটেল সরকারী জায়গা দখল করে থেকে গেল, তার বেলা সবাই চুপ। তাহলে হিন্দুরা তো ভাবছে এসব যদি সাম্প্রদায়িকতা না হয়, সরকার দেখতে না পায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোনও লক্ষ্য না থাকে, তাহলে বাঁচার পথ কি ? একদিকে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতা, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং সামনে পিছনে সিনেমায় সাহিত্যে অপসাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতায় জর্জরিত শঙ্কিত হিন্দুর তাই হিন্দুস্থানে পদলেহন করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকাটাই ভবিতব্য ? আলিগড় নিয়ে ভাগাভাগি, উত্তেজনা, এই বিষবৃক্ষের একটি ফল মাত্র এবং তা দুর্ভাগ্য , বোকামী। আমাদের উভয়কে সমস্যার গভীরে গিয়ে দেশের স্বার্থে পথ খুঁজে পেতেই হবে। অন্যথায় পুনরায় দেশভাগের দিবাস্বপ্নে যারা মসগুল একদিন রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াইতে সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলিতে রক্তনদী বইবে তা থেকে হিন্দুরাও বাদ যাবে না। কেননা বেশীরভাগ হিন্দু এবং মুসলমান বোকা, অদূরদর্শী। দাঙ্গা এরা করেনা, নেতারা লাগিয়ে দেয়। এরা নারায়ে তকদীর আর হর হর বোম বোম বলে ফালতু মরে। একে ধর্মের জন্যে প্রাণ দেওয়া বলে না।

(কুঠিবাড়ি

.....২য় পাতার পর)

দুর্বোধ্য ভাষা। এসব বাধা প্রেম-পাগল ফকিরের সাধনায় তার ভালবাসার টানে-কোথায় ভেসে গেল ! জাতপাত ভুলে মানুষ ফকিরের দোসর হয়ে উঠল। বালিঘাটা তখন বনে-জঙ্গলে দুর্গম। প্রায় জনশূন্য এই নির্জন জায়গায় দৈবাৎ চলে আসে কত দরবেশ কত ফকির। হাতে লাঠি। মাথায় পাগড়ি। গলায় দোলে রংবেরঙের পাথরের মালা–'তস্‌বি'। কোন্ দেশের মানুষ কে জানে ! তারা নিরালায় আস্তানা বাঁধে। আবার চলেও যায়। বাগদাদের ফকির বাঁধা পড়ে গেল এখানে। সাধনায় মগ্ন থাকে ফকির। জনকয়েক অনুচর নিয়ে দিনযাপন। প্রেমের টানেই মানুষ ফকিরের কাছে এল। এল এক মুঘল রাজন্য। তার ইচ্ছেতে এখানেই একটা মসজিদ তৈরি হল। জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে এখানেই ডেরা বেঁধে যখন ফকিরের সাধন ভজন চলছে তখনই মসজিদের একপাশে পোঁতা হয়েছিল মেসোয়াকটা। বাগদাদের মাটি ছড়ানো হয়েছিল সেখানে। ওখানেই নিমগাছটা হয়েছিল। বেঁচে ছিল দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে–শতাব্দীর পর শতাব্দী–বাদশা জাহাঙ্গিরের আমল থেকে।

বালিঘাটার নিমতলায় ঐ মহানিমের জীবন কথা আরব্য রজনীর গল্প হয়েই বেঁচে থাক্। কিন্তু ঐ মসজিদটা ? জাহাঙ্গির বাদশা কিংবা আলেকজান্ডারের মতো-ই, সৈয়দ কাশেম শাহ্‌ও তো ইতিহাস ! বৈষ্ণব মহাজন মর্তুজা-ও তো ইতিহাস। আরব্য রজনীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে গল্পের চৌহদ্দির বাইরে ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে। মানুষের মনে একটু ঠাঁই পাওয়ার আশায়।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate, Murshidabad
[Nezath Department]
Infrastructure Cell.

NOTICE INVITING TENDER

NIT-No-01/NT/Infras.Cell/Bye-Election-2012 dated 8/9/2012

Sealed Tenders are hereby invited from the reputed resourceful and experienced Decorators/Electrical Contractors/Co-Operative firms having experience in election work for erection of temporary structure (Pandel)/ Civil work, temporary electrical work & temporary latrine/ urinal etc. on hire basis as per Annexure-I & II fixing up unit cost of different items for DC/RC/Strong Room/Counting Hall in connection with Parliamentary Bye-Election 2012 of 9-Jangipur P.C. Item wise schedule of rate will be available in the Office of the District Magistrate (Room No.-114), new administrative building`s Murshidabad. For details contact with the infrastructure Cell(Room No.114).

A. Schedule

1. Last date & time of dropping tender Paper	:	15/9/2012 upto 12.00 Noon
2. Date & time of opening tender	:	15/9/2012 at 2.00 P.M
3. Place of dropping tender	:	i) Office Chamber of ADM(Elc)
New Admn. Buildings, Msd.	:	ii) NDC, Berhampore,
4. Place of opening tender	:	Office Chamber of ADM(Elc), Murshidabad

Sd/-
Addl. District Magistrate(Elc),
Murshidabad

Memo No. 1141(2)Inf. MSD, Dt. 10/9/12

আই.সি.

.....১ম পাতার পর)

প্রাপ্তির রসিদও আমার কাছে আছে। এখন শুনছি ভদ্রলোক কোন টাকা না পেয়ে বাপির মাধ্যমেই অন্য পার্টির সঙ্গে কথা বলছেন। এদিকে স্কুল থেকে লোন নিয়ে আমি বাড়ী তৈরী করে ফেলেছি। তিনি আরো জানান, রঘুনাথগঞ্জের রফিউল করিম (ভুট্টো) সর্বশিক্ষার বিল্ডিং তৈরীতে লেবার সাপ্লায় দেন। ঐ বাবদ ৮৫ হাজার টাকার বিল হয়। ওখানেও ভুট্টো মিঞার সই নকল করে নিজেই ৮৫ হাজার টাকার বিল স্কুলে জমা দেন বাপি। ম্যানেজিং কমিটি অন্য বিলের সঙ্গে ওটা পাস করে দেয়। ঐ টাকাটা সম্পূর্ণ বাপি আত্মসাৎ করেন। অনেক ঘোরাঘুরির পর টাকা না পেয়ে রফিউল করিম (ভুট্টো মিঞা) লালবাগ কোর্টে ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করেন।" এই পরিস্থিতিতে ২৪ আগষ্ট রাতে ভুট্টো দোকান বন্ধ করার সময় বাপি পেছন থেকে তার মাথায় লোহার রড মারেন। ঐ অবস্থায় ভুট্টো তার গেঞ্জি ধরে নেন বলে জানান। পরবর্তীতে সংগাহীন ভুট্টোকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভুট্টো মিঞার স্ত্রী সিরিনা বেগম ঐ রাতেই তাঁর ভাসুর রেজাউল করিম মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় জিডি করতে যান। আই.সি. লোকমান হোসেন পরদিন আসতে বলেন। পরদিন সিরিনা একইভাবে আই.সি.র ঘরে গেলে জি.ডি উপেক্ষা করে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাকে অপমানজনক কথাবার্তা বলে বার করে দেন আই.সি। ২৫ আগষ্ট রাতে ভুট্টোর পরিবারে আতঙ্ক আনতে মোদাশ্বের ওরফে বাপি ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রিভলবার থেকে ফাঁকা গুলি করেন এবং প্রাণে মারার হুমকি দেন। ভুট্টোর দাদা রেজাউল থানায় এই ঘটনা জানালে এক এ.এস.আই তিনজন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তদন্তের নামে রেজাউল করিমদেরই তিনি থানা লকআপে ঢুকিয়ে দেবেন বলে শাসিয়ে যান। এলাকার অনেকের মন্তব্য -- এই রকমই তো হবে। শুধুই কি মোদাশ্বের (বাপি) আই.সি-র ইফতারে মোটা টাকা দিয়েছে!

প্রধান শিক্ষক

.....১ম পাতার পর)

লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অভিভাবকদের অভিযোগ, সন্তোষবাবু স্কুলে যোগদানের পর থেকেই নানাবিধ দুর্নীতির সাথে যুক্ত। বামেদের সক্রিয় মদত থাকায় তিনি দুর্নীতি সমানে চালিয়ে গেছেন। তালাবন্দী প্রধান শিক্ষক তার সমস্ত অপকীর্তির কথা স্বীকার করেন এবং সাতদিনের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত টাকা ফেরত দেবেন বলে কথা দেন। প্রধান শিক্ষকের দুনীর্তির কথা প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ব্যবস্থা হয়নি বলে জানালেন স্থানীয় অভিভাবক ওয়াসেফ সেখ, আসগার আলি প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের টাকা না দিলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানান।

Sl.No.	Name of post	No of posts	Mode of requirement	Remuneration
1	Accountant (District Level)	01 (one)	On contract from retired staff with minimum five years experience as Accountant in Govt. Offices. Age: Should not be above 65 years	7,000/- (Rupees Seven. Thousand) only per month or difference between last basis pay draws and pension which ever is less.

CONDITIONS :

1) Application shall be given in proper proforma which is displayed on the office Notice Board or could be accessed on **www.murshidabad.gov.in**

2) Preferences shall be given to the candidates who are permanent resident of Murshidabad district for the post of Accountant.

3) Application shall be submitted in plain paper with supporting documents addressed to the "District Magistrate & Collector, Murshidabad (MDM Section).

4) All the applicants are requested to write, "Application for the post of Accountant" on the top of the sealed envelop.

5) Last date of submission of application **20/09/2012.**

6) **Date of interview 21/09/2012 at the office Chamber of ADM(L/R), MSD,(Room No. 301) New Administrative Building, Berhampore, Murshidabad at 12.00 Noon.**

7) Applicants may submit their application by post. But it may be through under certificate of posting or registered post to the following address ; **The District Magistrate & Collector, Murshidabad (Mid-Day Meal Section), Murshidabad Collectorate, Berhampore, Murshidabad, PIN-742101.**

Addl. District Magistrate (L.R.),
Murshidabad

Memo No. 1128(2) INF. /MSD dt. 6.9.12

Memo No. 244(42) MD/MSD/En Dated 04/09/2012

আমিন
তরুন সরকার
Govt. of India, E.S.A,
Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং
সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন -9775439922
ওসমানপুর (শিবতলা),
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।